STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Class- V

Sub- 2nd language (Bengali)

Time- 30minutes

Topic- Prose

Date- 30/06/2020

Worksheet- 27

নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো। 2nd language বাংলার জন্য তোমাদের দুটি খাতা হবে, একটি টেক্সট বই-এর জন্য এবং অন্যটি ব্যাকরণের জন্য। দুটি খাতাই হবে দু-দিকে single ruled খাতা। আজকের বিষয়টি তোমরা টেক্সট বই এর জন্য যে খাতা, সেই খাতায় লিখবে। লেখা শুরুর সময় পৃষ্ঠার উপরে অবশ্যই ওয়ার্কশীট নম্বর এবং তারিখ দেবে। তোমরা Blue gel পেন দিয়ে লিখবে। লেখা যাতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয় সে বিষয়ে যত্নবান হবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠার সূচিপত্রটি অবশ্যই পূরণ করবে।

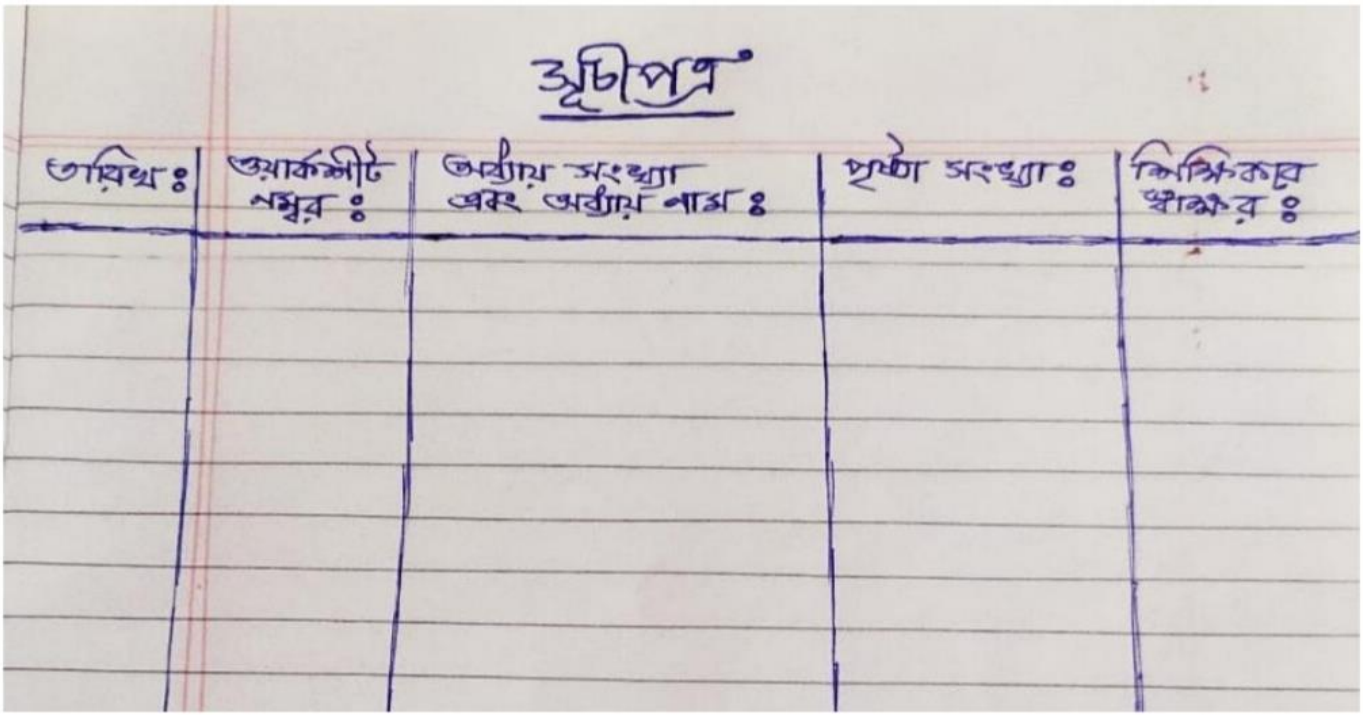

আজ আমরা পড়বো তোমাদের টেক্সট বই অর্থাৎ 'সঞ্চয়িতা' বইয়ের দ্বিতীয় গদ্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ডাকাতে কালাদীঘি' । পৃষ্ঠা-১৬.

গল্পটির শুরু অর্থাৎ "কালাদীঘি। এক বৃহৎ দীর্ঘিকা।..." থেকে ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফের শেষ অর্থাৎ "...মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না"। এই পর্যন্ত আজ পড়বো।

ডাকাতে কালাদীঘি

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালাদীঘি। এক বৃহৎ দীর্ঘিকা। তাহার জল প্রায় অর্ধক্রোশ। পাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারিপার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মতো। দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এইজন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। সঙ্গে অনেক লোক—ষোলোজন বাহক, চারিজন দ্বারবান এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা জল-টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল, "এ স্থান ভালো নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি, আমাদিগের ভয় কী?" আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছু খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল। দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পালকি নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায় কেবল ঠাকুরদেবতার কাছে মানিতেছি শীঘ্র পৌঁছি—কোথায়, বেহারা পালকি নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। কিন্তু ছিঃ! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠো ভাতের সন্ধানে। তাহারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল। ধিক!

ক্ষণেক পরে অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাত গিয়াছে। আমি অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান করিতেছে। সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীঘি, চারিপার্শ্বে পর্বতশ্রেণিবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত 'পাহাড়', —পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটশ্রেণি। পাহাড়ে অনেক গো-বৎস চরিতেছে— জলের উপর জলচর পক্ষীগণ ক্রীড়া করিতেছে— মৃদু পবনের মৃদু তরঙ্গ হিল্লোলে জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে।

আকাশপানে চাহিয়া দেখিলাম। কী সুন্দর নীলিমা! কী সুন্দর শ্বেত মেঘের স্তর— কিবা নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষীসকলের নীলিমা মধ্যে বিকীর্ণ শোভা!

আবার সরোবরের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম— এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুজন স্ত্রীলোক— উভয়েই জলে। কী করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না।)

❖ **<u>এসো এবার আমরা দেখে নিই উপরে দেওয়া গল্পাংশটির মাধ্যদিয়ে গল্পকার কি বোঝাতে চাইলেন।</u>**

মূল বক্তব্য:-

গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে। কালাদীঘি হলো একটা বড় দিঘী, যার দৃশ্য অতি সুন্দর। তার পাড় পর্বতের মত উঁচু, চারদিকে বটগাছ, দীঘির জল স্বচ্ছ নীল। মানুষ সেখানে খুব একটা যায় না। ঘাটের ওপর কেবলমাত্র একটা দোকান আছে। কাছাকাছি যে গ্রামটি আছে তার নামও কালাদীঘি। লোকজন এইদিকে আসতে ভয় করে কারণ এখানে দস্যুর ভয় আছে। গল্পের কথক একদিন দুপুর আড়াই প্রহরে ওই পথ দিয়ে পালকি করে যাচ্ছিলেন। পালকির বাহকেরা ক্লান্ত হয়ে কালাদীঘির

পাড়ে পালকি নামিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে ঠিক করলো। কিছুক্ষণ পর তারা দিঘির জলে নেমে স্নান করতে আরম্ভ করে দিলো। এদিকে পালকির ভিতর থেকে কথক দরজা ফাঁক করে দীঘি এবং তার চারপাশের প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলেন।

আজ এই পর্যন্তই আমরা পড়লাম। পরের দিন গল্পের বাকি অংশটা আমরা পড়বো। এখন আমরা গল্পের যতোটুকু অংশ পড়লাম তার অন্তর্গত কিছু শব্দার্থ ও বানান দেখে নেবো।

শব্দার্থ:-

দীর্ঘিকা– দীঘি

পাড়– দীঘির তীর

মনোহর– অতি সুন্দর

সমাগম- উপস্থিত

বিরল– খুব কম

দলবদ্ধ- দলবেঁধে

বাহক– বহন কারী

বনান:-

দীর্ঘিকা

অর্ধক্রোশ

দৃশ্য

ক্ষণেক

সম্মুখে

তরঙ্গ

নভস্তলে

এবার তোমরা উপরের এই শব্দার্থ ও বানান গুলি মুখস্থ করে নির্দিষ্ট খাতায় লেখো।